প্রথম আলো

তারিখ ... 27 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৮

পাঠকের অভিমত

আসুন সুস্থ ছাত্ররাজনীতির ধারা তৈরি করি

মোহাম্মদ সফিউল আযম

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। প্রতিটি সংকটকালে ছাত্ররাই সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ দেখিয়েছে। ছাত্র সমাজের কাছ থেকে মানুষ দিক-নির্দেশনা পেয়েছে। এ দেশের ছাত্র সমাজ সকল অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ চালিয়েছে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে ছাত্ররাই তখন কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

১৮৩০ সালে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ছাত্ররা অষ্টরলনি নামক মনুমেন্ট থেকে ইংরেজদের পতাকা অপসারণ করে ফরাসি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে যে ছাত্র আন্দোলনের সূচনা করে, তারই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশে ছাত্রদের চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয়। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম, ১৯২১ সালের শ্রমিক আন্দোলন, ১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে যুব বিদ্রোহ, ভাষা আন্দোলনসহ স্বাধীনতা-প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রামে ছাত্ররাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ছাত্ররাই বেগবান করেছিল। স্বার্থপরতা, কাপুরুষতাকে বিসর্জন দিয়ে যে ছাত্র সমাজ সাহসী ভূমিকা রেখেছিল তারা আজ ব্যর্থ কেন?

এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে ছাত্ররা। প্রতিটি সংকটকালে ছাত্ররা ত্রাণকর্তা থাকলেও একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত ছাত্রসমাজকে সহ্য করতে পারে না। শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের যোগান ও সন্ত্রাসীদের পাঠিয়ে একটার পর একটা ষড়যন্ত্রের জাল ফেলে ছাত্রদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র বহুদিন থেকেই চলছে।

ছাত্র সংগঠন যেখানে রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেখানে ছাত্রদের মাঝে ক্ষমতার লোভ সক্রিয় হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনেক অসামাজিক কাজ করেও তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। রাজনীতিবিদদের ক্ষমতায় আরোহনের একমাত্র মাধ্যম যেখানে সন্ত্রাস, সেখানে সন্ত্রাসী সৃষ্টি হবেই। ছাত্ররা আদর্শ ও মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠছে কেন? ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ম্লান করে গণতান্ত্রিক চেতনা ভোঁতা করার পেছনে কারা জড়িত? এদের চিহ্নিত করা জরুরি। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে রাজপথ কাঁপিয়েছে ছাত্ররা। '৯৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় ছাত্র বিক্ষোভের ফলে লৌহমানব সুহার্তোর ৩২ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। তারা কি কোনো রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষক ছিল? সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন কি কোনো রাজনৈতিক দলের ছিল?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় পদগুলো দলীয় অনুগত লোকদের দ্বারা পূরণ হয়। তারা বৃহৎ এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হন। তারা দলীয় সন্ত্রাসীদের বাদ দিতে অক্ষম বিধায় সাধারণ ছাত্রদের কাছে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন না। দলীয় অনুগত অযোগ্য লোকদের দ্বারা প্রশাসনিক পদগুলো আঁকড়ে ধরার কারণে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেলে একের পর এক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপই স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করছে।

দেশের মানুষ সৎ প্রত্যাশা করতে ভুলে গেছে। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন জাগ্রত হয় না। রাজনৈতিক দলগুলো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে, আদর্শ বলতে তাদের কিছু নেই। কিন্তু যে আদর্শ মানুষকে সামনে চলার প্রেরণা যোগাবে তা দেখার দায়িত্ব ছাত্র সমাজের। সমাজের এলিট শ্রেণী থেকে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার উৎকৃষ্ট মাধ্যম ছাত্র সমাজ। সামাজিক আদর্শকে বেগবান করতে হলে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে শরিক হতে হবে। নয়তো দূর করা যাবে না রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। দূর হবে না সন্ত্রাস, রুখে দেওয়া যাবে না ক্রমবর্ধমান হত্যা।

সকল সচেতন ছাত্র সমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আসুন গতানুগতিক ছাত্ররাজনীতির বিকল্প ধারা তৈরি করি। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি পরিহার করে সুস্থ প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলি। কবিগুরুর 'এবার ফিরাও মোরে'-এর অংশবিশেষ দিয়ে শেষ করছি।

'ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি সে অন্যায় ভীরু তোমা হতে
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।'

মোহাম্মদ সফিউল আযম : ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এইচএসসিতে কুমিল্লা বোর্ডে মানবিক বিভাগে প্রথম (১৯৯৯)।